চাল-ডাল-তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি :

একমাত্র খিলাফত সরকারই সমস্যার সমাধান দিতে পারবে

নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর দাম বেড়ে যাওয়ায় মধ্যবিত্ত, নিম্ন-মধ্যবিত্ত তথা সীমিত আয়ের মানুষের জীবন আজ দুর্বিষহ। বছরের পর বছর ধরে বিশেষ করে গত এক বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদসহ সমাজের উঁচুতলার মানুষেরা প্রতিদিন যখন পত্র-পত্রিকায় আর টিভি টকশোতে জিনিষপত্রের দাম নিয়ে বাস্তবতা বিবর্জিত সমাধান তুলে ধরছেন, তখন দু'বেলার খাবার জোগাতে সাধারণ মানুষের রীতিমত দেয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। অতীতের সকল সরকারের মতই ফখরুদ্দীন আহমদের সরকারও চলমান খাদ্য সংকট মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে এবং দায়িত্ব পালনে চরম অবহেলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই সব সরকার, রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ আর বুদ্ধিজীবিদের উপর জনগণের আস্থা রাখার সময় শেষ হয়ে গেছে। দেশবাসীর জন্য বিকল্প সমাধান অনুসন্ধান করা এই মুহূর্তের একমাত্র জরুরী বিষয় হয়ে পড়েছে।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ে চলমান আলোচনায় প্রায় সবক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক বাজারে জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশীয় উৎপাদন হ্রাস, জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি, ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট বা মজুতদারীর মনোভাব ইত্যাদিকে দায়ী করা হয়। এসব সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য বাজারে বাজারে যৌথবাহিনীর টহল, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বিক্রয়ের জন্য বিডিআরের দোকান এবং খাদ্য আমদানী ইত্যাদি সমাধান দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে কেউ জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধির মূল কারণগুলো নিয়ে প্রশ্ন করছে না। কেউ প্রশ্ন করছে না কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে কেন আজ খাদ্য সংকট? দিনের পর দিন কারা, কোন স্বার্থে বাংলাদেশের কৃষিকে ধ্বংস করেছে? চালের জন্য আমাদের কেন ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হচ্ছে? কেন আমাদেরকে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানী করতে হচ্ছে? বাংলাদেশ কিভাবে অর্থনীতিতে এত পরনির্ভরশীল হলো? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর একটাই - এই সব কিছুর জন্য তারাই দায়ী যারা বিগত ৩৭ বছর দেশকে শাসন করেছে।

বাংলাদেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থার বাস্তবতা হল এটি পুরোপুরিভাবে মানুষের তৈরী পুঁজিবাদী নীতি, ধ্যান-ধারণা ও নিয়ম পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত; যা গণমানুষের পরিবর্তে শুধুমাত্র ব্যক্তি স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই ব্যবস্থায় আমাদের শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নীতিমালার ভিত্তিতে স্থাপন করেছে যেখানে শাসকগোষ্ঠীর একমাত্র চিন্তা জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি। আর জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির আসল অর্থ হচ্ছে শাসকগোষ্ঠীর ও তাদের সহযোগী পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি। আমাদের শাসকগোষ্ঠী একদিকে নিজেদের পকেট ভর্তি করেছে আর অন্যদিকে আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক ও এডিবির মত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে বাংলাদেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়েছে। জাতীয় স্বার্থের কোন তোয়াক্কা না করে আমাদের শাসকগোষ্ঠী এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সকল নির্দেশনা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করে। এভাবে বিগত ৩৭ বছরে বাংলাদেশের শাসকেরা আইএমএফ, বিশ্ব ব্যাংক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যক্ষ যোগসাজশে এই দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে।

বছরের পর বছর বিশ্ব ব্যাংকের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশের কৃষিখাতকে প্রায় ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আমাদের শাসকগোষ্ঠী সার্বিকভাবে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের কোন চেষ্টাই করেনি। কৃষিখাতে কার্যকরী দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণেও তারা ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ অনুসরণ করে আমাদের অতীতের সরকারগুলো কৃষিখাতে ভর্তুকি প্রদান ও সরকারী সাহায্য ব্যাপকভাবে হ্রাস করেছে। যেখানে আমাদের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান প্রায় বিশ শতাংশ, সেখানে কৃষিখাতের উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ থাকে পাঁচ শতাংশেরও কম। কৃষি ও সেচ পদ্ধতির আধুনিকীকরণ অথবা কৃষকদের হাতে নতুন প্রযুক্তি তুলে দেবারও কোন চেষ্টা বিগত সরকারগুলো করেনি। এমনকি চাষাবাদের সময় প্রয়োজনীয় সার সরবরাহেও তারা বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে।

কৃষিখাতে এই চরম অবহেলা, অযত্ন ও অব্যবস্থাপনার ফলে বাংলাদেশ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে হয়ে পড়েছে আমদানি নির্ভর। যার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম বাড়লে তার প্রভাব আমরা আমাদের দেশেও দেখতে পাই। অধিকন্তু দেশীয় খাদ্য উৎপাদনের স্বল্পতার কারণে আমরা প্রায় সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর ক্ষেত্রে ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। আর ভারত সরকার এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছে, যার চরম মূল্য দিতে হচ্ছে বাংলাদেশের জনগণকে। এই জন্যই আমরা দেখেছি যে মুহূর্তে বাংলাদেশের মানুষের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, ঠিক সেই মুহূর্তে চালের দাম বাড়িয়েছে ভারত সরকার।

প্রিয় দেশবাসী!

এইগুলো হচ্ছে জিনিষপত্রের দাম বাড়ার পিছনের মূল কারণ, যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়ম নীতি অনুসরণ করার ফসল। স্বার্থান্ধ শাসকেরা এভাবেই আমাদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। বর্তমান সরকারের আমলে আমরা কি এই অবস্থার উন্নতির কোন লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি? বরং এর বিপরীত ঘটনাই ঘটছে! ক্ষমতা গ্রহণের পর বর্তমান সরকার জনগণের ভাগ্যের উন্নয়নের জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টো মানুষের জীবিকার উৎস ধ্বংস করে এই সরকার শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষমতার দাপট দেখিয়েছে। তারা হাট-বাজার ধ্বংস করেছে, গরিবদেরকে বস্তি থেকে উচ্ছেদ করেছে আর হকারদেরকে ব্যবসা বন্ধ করে দিতে বাধ্য করেছে। ভারত সরকারের কাছে খাদ্যের জন্য ভিক্ষা করাকেই বর্তমান সরকার জিনিষপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে দেখছে। আর এত কিছুর পরেও বিশ্ব ব্যাংকের দাস ও পুঁজিবাদের বিশেষজ্ঞ আমাদের অর্থ উপদেষ্টা মীর্জা আজিজুল ইসলাম চলমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নীতিমালা অনুসরণ করে চলেছেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যত দিন আমরা বিদেশীদের নির্দেশিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মেনে চলব, ততদিন জিনিষপত্রের দাম বাড়তেই থাকবে আর আমাদের অর্থনীতির দুর্দশা ও সাধারণ জনগণের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হবে না। জীবন ধারণের এই কষ্ট থেকে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রেরিত হেদায়েতের দিকে ফেরত যেতে হবে।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমগ্র মানব জাতিকে সতর্ক করে দিয়েছেন:

"যে আমার বাণী (কুর'আন) প্রত্যাখ্যান করবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে পুনরুত্থান দিবসে অন্ধভাবে তুলব।" [সূরা তোয়াহা-১২৪]

উন্নততর জীবনের পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমগ্র মানবজাতির জন্য কুর'আন প্রেরণ করেছেন। তিনি পবিত্র কুর'আনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমস্যাসহ মানব জীবনের সকল সমস্যার বিস্তারিত সমাধান তুলে ধরেছেন। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আদেশ ও নিষেধ। এই ব্যবস্থা মানবরচিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সকল ভ্রান্তি আর পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে মুক্ত। আর একমাত্র খিলাফত সরকারই অত্যন্ত দ্রুত ও কার্যকরভাবে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সমস্যা সমাধান করার সাথে সাথে গণমানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি নিশ্চিত করতে পারে।

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে ও ইসলামের আলোকে জিনিষপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ ও জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশা লাঘব করতে খিলাফত সরকার নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

১. খিলাফত সরকার বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ-কে বাংলাদেশ থেকে অবিলম্বে বিতাড়িত করবে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ বিদেশী পুঁজিবাদীদের হাতে তুলে দিয়েছে। বাংলাদেশ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উর্বর ও সম্পদশালী একটি দেশ। আমাদের শাসকগোষ্ঠী যতই দাবি করুক না কেন, বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের কোন বিদেশী সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তাছাড়া ইসলামী শারী'আহ্ দেশের অর্থনীতির উপর বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের সুযোগ প্রদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে।

২. খিলাফত সরকার জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিবে এবং পুরো কৃষিখাতকে নতুন করে ঢেলে সাজাবে :

- খিলাফত সরকার চাষযোগ্য জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা হচ্ছে অধিকাংশ জমির মালিকেরাই নিজেরা নিজেদের জমি ব্যবহার করে না। জমি ধরে রাখার এই পদ্ধতি ইসলাম অনুমোদন করে না। কেউ যদি নিজ জমি একনাগাড়ে তিন বছর চাষ না করে, তাহলে খিলাফত সরকার তার জমি এমন কাউকে দিবে যে তা ব্যবহার করতে সক্ষম। ওমর (রা.) এর খিলাফত কালে সাহাবীদের (রা.) সম্মিলিত মতামত (ই'জমা) এর ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, যা হাদীস বিশারদগণ সংকলন করেছেন।

ওমর (রা.) বলেন, "কেউ যদি তার জমি তিন বছর ব্যবহার না করে ফেলে রাখে আর অন্য কেউ এসে সেই জমি ব্যবহার করে তবে জমিটির মালিকানা তার (ব্যবহারকারীর) হবে।"

- খিলাফত সরকার জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি পদ্ধতি ও প্রযুক্তির আধুনিকায়ন করবে এবং তা কৃষকদের হাতে তুলে দিবে। খিলাফত সরকার কৃষকদের বিদ্যুৎ ও ডিজেল প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে এবং সার সংকট মোকাবেলায় স্থানীয়ভাবে সার কারখানা তৈরী করে চাষের সময় কৃষকদের সার সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

- খিলাফত সরকার গরিব কৃষকদেরকে অনুদান বা সুদমুক্ত ঋণ দিবে, যাতে করে তারা জমির উপযুক্ত ব্যবহার করতে পারে।

৩. খিলাফত সরকার সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য যেমন: চাল, ডাল, তেল, আটা ইত্যাদিতে প্রয়োজনে ভর্তুকি দিবে। ইসলামী অর্থনীতি মুসলমান-অমুসলমান নির্বিশেষে খিলাফত রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের জন্য খাদ্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করতে খলিফাকে বাধ্য করে।

রাসুল (সাঃ) বলেন,

"বাস করার জন্য একটি গৃহ, আব্রু রক্ষার জন্য এক টুকরো কাপড় আর খাওয়ার জন্য এক টুকরো রুটি ও একটু পানি – এসবের চেয়ে অধিকতর জরুরী কোন অধিকার আদম সন্তানের থাকতে পারেনা।" (তিরমিজী)

এজন্যই খলিফা ওমর (রা.) দুর্ভিক্ষের সময়ে ক্ষুধার্ত জনগণের খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য বাইতুল মাল সম্পূর্ণ খুলে দিয়েছিলেন।

৪. খিলাফত সরকার সকল ব্যবসায়ীর মধ্যে ইসলামী মুল্যবোধ সুপ্রতিষ্ঠিত করবে এবং সকল প্রকার সিন্ডিকেট, প্রতারণা বা খাদ্যপণ্যের মজুতদারী নিষিদ্ধ করবে। ইসলামী শারী'আহ্ প্রতারণা ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মজুতদারীর মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছে।

রাসুল (সাঃ) বলেছেন,

"যে প্রতারণা করে, সে আমাদের কেউ নয়।"

তিনি (সাঃ) আরো বলেন,

"যে মজুতদারী করে, সে অন্যায় করেছে।"

৫. খিলাফত সরকার সম্পদের সহজ প্রবাহ ও সুষ্ঠু বিতরণ নিশ্চিত করবে যাতে করে দেশের মানুষ সম্মানজনক জীবিকা উপার্জনের পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে সক্ষম হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সুদ, প্রাইভেটাইজেশন, মজুতদারী, দুর্নীতি ইত্যাদির মাধ্যমে এমন একটা ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয় যাতে সম্পদ শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কিছু ধনীর হাতেই কুক্ষিগত থাকে আর সম্পদের প্রবাহ হয় একমুখী অর্থাৎ সাধারণ জনগণের হাত থেকে ধনীদের দিকে। অন্যদিকে ইসলাম সম্পদের সহজ প্রবাহের সকল বাধাকে অপসারণ করে এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ গ্রহণ করা নিশ্চিত করে। খিলাফত সরকার কিছু ব্যক্তি বা বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়াকে প্রতিরোধ করবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

"সম্পদ যেন কেবলমাত্র তোমাদের মধ্যকার বিত্তশালীদের মধ্যে আবর্তন না করে।" [সুরা হাশর-৭]

হে মুসলমানগণ,

আমরা দেখেছি বর্তমান সরকারসহ অতীতের কোন সরকারই জনগণের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়নি। এর বিপরীতে ইসলাম খলিফাকে জনগণের দায়িত্ব নিতে বাধ্য করেছে।

মা'কিল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

"এমন আমীর যার উপর মুসলিমদের শাসনভার অর্পিত হয় অথচ এরপর সে তাদের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা না করে বা তাদের মঙ্গল কামনা না করে; আল্লাহ্ তাকে তাদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না।" (মুসলিম)

এরই বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে আমরা দেখেছি খলিফা ওমর (রা.) বলেছিলেন, "যদি ফোরাতের তীরে একটি বকরি হারিয়ে যায় তবে আমার ভয় হয় আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্বন্ধেও আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।"

সুতরাং যে সব শাসকেরা দশকের পর দশক ধরে শাসনের নামে আমাদের উপর জুলুম করেছে তাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। আসুন, এই সব জালেম শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তে আমরা খিলাফত সরকার প্রতিষ্ঠা করি, যেখানে খলিফা আন্তরিকতা, সহমর্মিতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে জনগণের দেখাশোনা করতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে।

"হে ঈমানদারগণ, যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল এমন কোন কিছুর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করেন যা তোমাদের মধ্যে জীবনের সঞ্চার করে তখন সেই আহ্বানে সাড়া দাও।" [সুরা আনফাল: ২৪]

২১ সফর, ১৪২৯
২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

কেন্দ্রীয় কার্যালয়:
এইচ. এম. সিদ্দিক ম্যানশন (৫ম তলা)
৫৫/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।
যোগাযোগ; ৯৫৫৮৮৫৪, ০১৬৭০ ০২৬৭০৩,
০১৮১৭ ০৪৩১৫৩, ০১৬৭০ ৭৪৪৭০১

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ

গণমানুষের মুক্তির আন্দোলন